করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১৪

[১]তোমরা মহব্বতের পেছনে ছুটো এবং রুহানি দানগুলো পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করো, এবং বিশেষভাবে যেনো তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারো।

[২]বিভিন্ন ভাষায় যারা কথা বলে, তারা মানুষের কাছে নয় কিন্তু আল্লাহর কাছেই কথা বলে, কেননা কেউ-ই তা বুঝতে পারে না; তারা তো রুহের মাধ্যমে রহস্যময় কথা বলে। [৩]অন্যদিকে যারা ভবিষ্যদ্বাণী করে, তারা তো মানুষের কাছে এমন কথা বলে, যা শ্রোতাদের গড়ে তোলে এবং উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেয়। [৪]বিভিন্ন ভাষায় যারা কথা বলে তারা নিজেদেরকে গড়ে তোলে, কিন্তু যারা ভবিষ্যদ্বাণী করে তারা ইমানদাদের দলকে গড়ে তোলে।

[৫]আমি চাই, যেনো তোমরা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারো, কিন্তু তার চেয়েও বেশি চাই, যেনো তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারো। দলকে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ভাষায় যে কথা বলে, কেউ একজন যদি সেকথার মানে বুঝিয়ে না-দেয়, তাহলে তার চেয়ে বরং যে ভবিষ্যদ্বাণী করে সে-ই উত্তম।

[৬]সুতরাং, ভাই ও বোনেরা, আমি যদি তোমাদের কাছে এসে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি, কিন্তু ইলহাম, জ্ঞান, ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা শিক্ষার কথা না-বলি, তাহলে আমি কীভাবে তোমাদের উপকার করবো? [৭]এটা অনেকটা বাঁশী কিংবা বীণা জাতীয় নি®প্রাণ বদ্যযন্ত্রের মতো; তাল-লয় না-মেনেই যদি ওগুলো বাজতে থাকে, তাহলে কী বাজছে তা মানুষ কী করে বুঝবে?

[৮]যুদ্ধেও বাজনা যদি অস্পষ্ট স্বরে বাজে, তাহলে কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে? [৯]তোমাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; তোমরা যদি কোনো ভাষায় এমন বক্তব্য দাও যা বুঝা যায় না, তাহলে যা বললে তা মানুষ কী করে বুঝবে? কারণ তোমাদের কথা তো তখন বাতাসের কাছে বলা কথার মতোই হবে।

[১০]নিশ্চয়ই দুনিয়াতে হাজারো ভাষা আছে এবং এর কোনোটিই অর্থহীন নয়, ভাষা ছাড়া কিছুই নেই। [১১]সুতরাং, আমি যদি কোনো শব্দের অর্থ না-বুঝি, তাহলে বক্তার কাছে আমি এবং আমার কাছে বক্তা উভয়েই বিদেশিরই মতো হই। [১২]তোমাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; যেহেতু তোমরা নানারকম রুহানি দান পাবার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী, সেহেতু ইমানদারদেরকে গড়ে তোলার জন্য ওগুলো বেশি করে পেতে সচেষ্ট হও।

[১৩]সুতরাং, ভিন্ন ভাষায় যে কথা বলে, সে মোনাজাত করুক, যেনো তার অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারে।

[১৪]আমি যদি ভিন্ন ভাষায় মোনাজাত করি, তাহলে আমার রুহ মোনাজাত করে কিন্তু আমার মন নিষ্ক্রিয় থাকে। [১৫]তাহলে আমার কী করা উচিত? আমি রুহ দিয়ে মোনাজাত করবো বটে, তবে আমার মন দিয়েও মোনাজাত করবো; আমি রুহ দিয়ে হামদ পেশ করবো, মন দিয়েও হামদ পেশ করবো। [১৬]তা না হলে তুমি যদি রুহে শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে বহিরাগতের অবস্থানে যে রয়েছে সে কেমন করে তোমার শুকরিয়া শেষে "আমিন" বলে সায় দেবে? কারণ সেই বহিরাগত তো জানে না তুমি কী বলছো। [১৭]তুমি হয়তো চমৎকারভাবেই শুকরিয়া আদায় করছো কিন্তু অন্য লোকটির তাতে কোনো উপকারই হচ্ছে না।

[১৮]আমি তোমাদের সবার চেয়ে অধিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারি বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। [১৯]তবুও ইমানদারদেও দলে অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্য ভিন্ন ভাষায় হাজার দশেক কথা বলার চেয়ে আমার নিজের মন থেকে মাত্র পাঁচটি কথা বলা ভালো বলে আমি মনে করি।

[২০]ভাই ও বোনেরা, চিন্তাভাবনার দিক থেকে তোমরা ছেলেমানুষের মতো হয়ো না; মন্দের বিষয়ে তোমারা বরং শিশুর মতো হও এবং চিন্তা-ভাবনায় পরিণত মানুষের মতো হও । [২১]কিতাবে লেখা আছে, "আমি অপরিচিত ভাষাভাষি লোকদের দ্বারা এবং বিদেশিদের মুখ দিয়ে আমি এই জাতির কাছে কথা বলবো; তবুও তারা আমার কথায় কান দেবে না," -একথা আল্লাহ বলছেন।

[২২]সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ইমানদারদের জন্য নয়, বরং ইমানদারদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ; কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অইমানদারদের জন্য নয়, বরং ইমানদারদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ।

[২৩]অতএব, যদি দলেরর সবাই সমবেত হয়ে একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে থাকে আর তখন দলের বাইরের লোকেরা অথবা অইমানদারেরা ভেতরে আসে, তাহলে তারা কি তোমাদেরকে পাগল বলবে না?

[২৪]কিন্তু সবাই যদি ভবিষ্যদ্বাণী করে আর তখন কোনো অইমানদারেরা বা দলেরর বাইরের লোক ভেতরে আসে, তাহলে সে সকলের দ্বারা তিরস্কারিত ও সকলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

[২৫]ওই অবিশ্বাসীর হৃদয়ের গোপন বিষয়গুলো বেরিয়ে পড়ার পর, সে সিজদায় অবনত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে বলবে, "সত্যিই, আল্লাহ আপনাদের মধ্যে আছেন।"

[২৬]বন্ধুরা আমার, তাহলে কী করা উচিত? তোমরা যখন এক জায়গায় মিলিত হও, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ হামদ পেশ করে, কেউ শিক্ষা দেয়, কেউ আল্লাহর দেয়া বাণী বা ইলহাম প্রকাশ করে, কেউ ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, আবার কেউ অর্থ বুঝিয়ে দেয়। তবে এই সবই যেন গড়ে তুলার জন্য করা হয়।

[২৭]কেউ যদি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তাহলে বক্তার সংখ্যা দুই থেকে সর্বোচ্চ তিনজন হোক এবং তারা প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে কথা বলুক; আর একজন তার অর্থ বুঝিয়ে দিক।

(২৮)কিন্তু অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য কেউ যদি না-থাকে, তাহলে তারা বরং দলের সভাতে নীরব থাকুক; তারা নিজেদের সাথে নিজেরা ও আল্লাহর সাথে কথা বলুক।

(২৯)দুই কিংবা তিনজন আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ কোনা সংবাদ বা বানী পেয়ে থাকলে তা বলুক, আর যা বলা হলো তা অন্যেরা বিবেচনা করে দেখুক। (৩০)কাছাকাছি বসে থাকা কেউ যদি ইলহাম পায়, তাহলে প্রথম ব্যক্তিটি নীরব হয়ে যাক, (৩১)কারণ তোমরা প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারো, যেনো সবাই শিক্ষা পায় ও উৎসাহিত হয়।

(৩২)নবিদের মানসিক অবস্থা তো নবিদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে, (৩৩)কারণ আল্লাহ বিশৃঙ্খলার আল্লাহ নন, তিনি শান্তির আল্লাহ। কামেলদের সমস্ত দলের মতো,

(৩৪)তোমাদের দলেও মহিলারা নীরব থাকুক; কারণ তাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি; শরিয়ত অনুসারে তারা বরং বাধ্য থাকুক। (৩৫)তাদের যদি কিছু জানার থাকে, তাহলে বাড়িতে তারা তাদের স্বামীদেরকে জিজ্ঞেসে করুক; কারণ একজন মহিলার জন্য দলগত সভায় কথা বলা লজ্জার বিষয়।

(৩৬)আল্লাহর কালাম কি তোমাদের মধ্য থেকেই শুরু হয়েছে কিংবা তা কি কেবল তোমাদেরই কাছে এসেছে? (৩৭)কেউ যদি নিজেকে বিশেষ বার্তাবাহক কিংবা আধ্যাত্মিক লোক বলে মনে করে, তাহলে তাকে স্বীকার করতে হবে যে, আমি তোমাদের কাছে যা-কিছু লিখছি তার সবই আল্লাহর হুকুম। (৩৮)যে কেউ একথার স্বীকৃতি দেয় না, সেও স্বীকৃতি পাবে না।

(৩৯)সুতরাং, বন্ধুরা আমার, ভবিষ্যতের বিষয়ে কথা বলার জন্য আগ্রহী হও এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে বাধা দিয়ো না; (৪০)তবে সবকিছুই শালীন ও সুশৃঙ্খলভাবে করা উচিত।